# একটি ভুল সিদ্ধান্ত এবং গাঙ্গুলির কেরিয়ার

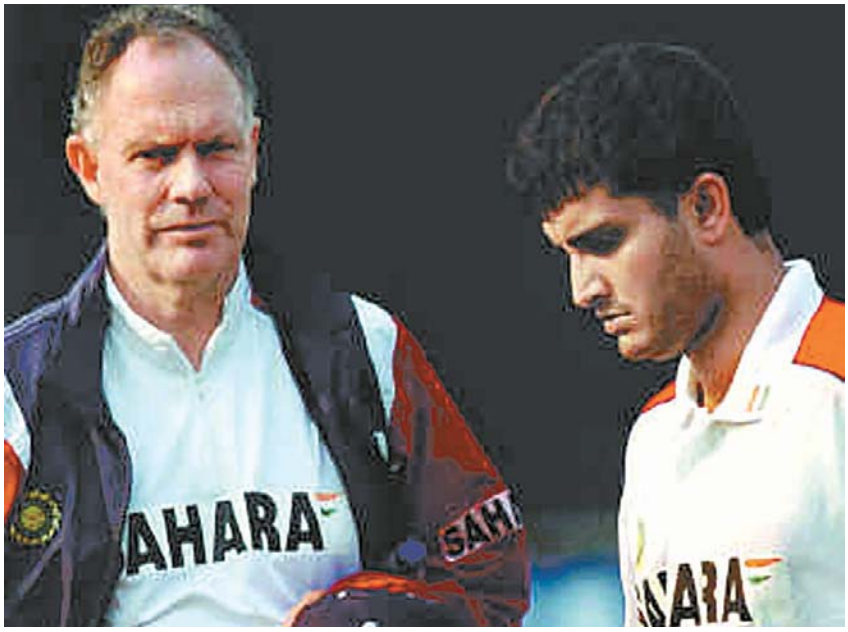


**মিশায়েল আহ্‌মাদ**

উপমহাদেশীয়দের কাছে ভারত-পাকিস্তান সিরিজ প্রবাদ-প্রতিম। কোনো এক খেলোয়াড় দ্বারা এই দু'দেশের সিরিজ প্রভাবিত হওয়ার ঘটনা খুব বিরল। তবে তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাঠের ঘটনা কেন্দ্র করে। কিন্তু সৌরভ গাঙ্গুলিকে নিয়ে যা ঘটে যাচ্ছে সেটি সত্যিই মজার বিষয়।

গত বছর অক্টোবরে জিম্বাবুয়ে সিরিজ শেষে অধিনায়কত্ব হারান গাঙ্গুলি। ভারতের নয়া কোচ গ্রেগ চ্যাপেলের অভিযোগ তার বিরুদ্ধে অনেক। চ্যাপেলের মতে গাঙ্গুলির আর দলকে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো যোগ্যতা নেই, কারণ ফর্ম নেই তার দু বছর ধরে। তাছাড়া, অভিযোগ আছে গাঙ্গুলি সাংঘাতিক একগুঁয়ে ও বদমেজাজি। সব মিলিয়ে শেষ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সিরিজের পূর্বে ভারতের অধিনায়ক হন রাহুল দ্রাবিড়, উপরন্তু গাঙ্গুলিকে ওয়ান-ডে দল থেকে বাদ দেওয়া হয়।

দল থেকে বাদ পড়ায় ফেটে পড়ে পশ্চিমবঙ্গ। লোকসভা পর্যন্ত এই বিতর্ক গড়ায়। শেষ পর্যন্ত প্রতিভাবান মোহাম্মদ কাইফের স্থানে পাকিস্তানগামী দলে সুযোগ হয় সৌরভের।

গাঙ্গুলিকে লাহোর টেস্টে প্রথম একাদশে শুরুতে রাখা হয়নি। পরে ভারতের ক্রিকেট বোর্ড থেকে চাপ আসতে থাকে একাদশে যেন সৌরভ খেলে।

শুরু হয় নাটক। গাঙ্গুলি খেলা মানে কাউকে বসে যেতে হবে। শচিন, দ্রাবিড়, সেহওয়াগ, লক্ষণ ও যুবরাজ তো খেলবেই, বাদ পড়তে

*শেষ যাত্রা...*

হবে সেহওয়াগের ওপেনিং পার্টনারকে। ওপেনার হিসেবে গৌতম গম্ভির বা ওয়াসিম জাফরের খেলার কথা। গাঙ্গুলি খেললে তারা বাদ। কিন্তু গাঙ্গুলি খেলবে কোন পজিশনে? এনিয়ে টেস্টের প্রথম দিনের খেলা শুরু হওয়ার আগে মাঠেই তর্কে জড়িয়ে পড়ে গাঙ্গুলি ও দ্রাবিড়, মাঝে নীরব চ্যাপেল। এই দৃশ্য টিভি পর্দায় পুরো বিশ্ব দেখতে পায়। গাঙ্গুলি হাত নাড়িয়ে উচ্চ স্বরে দ্রাবিড়কে কিছু বলছিলো, দ্রাবিড়ও থেমে থাকেনি। তর্ক হয় গাঙ্গুলিকে ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে বলায়। শেষ পর্যন্ত দলের স্বার্থে দ্রাবিড় ওপেন করেন।

কথা হলো, এর পরেও কি গাঙ্গুলির দলে থাকা যুক্তিসঙ্গত। যেখানে তার খেলা- না খেলা নিয়ে এতো কাহিনী সেখানে তার এই ধরনের উদ্ধত ও একগুঁয়ে আচরণ অবশ্যই নিজের পায়ে কুড়াল মারার মতো পরিস্থিতি। সবাই দেখেছে লাহোরের প্রাণহীন ফ্ল্যাট পিচে ব্যাটিং যেন সত্যিই ছেলেখেলা। এই সুযোগ নিয়ে যদি সৌরভ ভালো রান করতেন (এই পিচে যা কষ্টকর কাজ নয়) তাহলে দলে তার স্থান পাওয়াকে যুক্তিযুক্ত করতে পারতেন। সেই সুযোগ নিজের চিরায়ত একগুঁয়েমির জন্য হারালেন।

সৌরভ একজন সিনিয়র মেম্বার দলের। চার বছর নেতৃত্ব দিয়েছেন দলকে। তার কাছে থেকে এরকম অপরিপক্বতা আশা করা যায় না। দলের জন্য তিনি অত্যন্ত একটা বাজে উদাহরণ রেখে যাচ্ছেন। সেই সঙ্গে অবশ্যই দ্রাবিড়ের কথা বলতে হয়। গাঙ্গুলির উল্টো ছুঁড়ে দেওয়া চ্যালেঞ্জকে লুফে নিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন নেতৃত্ব কিভাবে দিতে হয়। বলা বাহুল্য, ওপেনার হিসেবে দ্রাবিড় একেবারেই শিক্ষানবীস, ওদিকে গাঙ্গুলি ওয়ান-ডে তে বহুদিন ওপেন করেছেন।

শ্রীলংকার বিরুদ্ধে যখন সৌরভ বাদ পড়লেন, তার পক্ষে তখনও মানুষ কথা বলেছে। বলেছে তিনি ভারতের সবচেয়ে সফল অধিনায়ক, বলেছে দলে নতুন খেলোয়াড়দের সুযোগ করে দেওয়ায় তার অবদানের কথা। বলেছে তার বাদ পড়ার কারণ ফর্ম নয়, রাজনৈতিক। ডালমিয়া চলে যাওয়ায় তার শত্রুরা সৌরভকে বাদ দিয়েছে। আবারও আঞ্চলিকতা মাথাচারা দিয়ে ওঠে ভারতীয় ক্রিকেটে।

সে সব কিছু ছাপিয়ে এখন সবার মুখে একটি কথা সৌরভের কি আর দলে থাকা মানায়? ভারতবাসী ও ক্রিকেট বিশ্বের সহানুভূতি হারিয়েছেন গাঙ্গুলী। তার পক্ষে কথা বলার এখন আর কেউ নেই। পরবর্তী টেস্টে অথবা বড়জোর এই সিরিজের পর তিনি যদি বাদ পড়েন, শুধু নিজেকেই দোষারাপ করতে পারবেন সৌরভ।